দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 OCT 1996

বিতর্ক

ছাত্র রাজনীতিঃ মাননীয় রাষ্ট্রপতির অভিমত

হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল

দেশের গুণীজনদের বহুবিধ কারণে শ্রদ্ধা করতে হয়, যার প্রধানতম কারণটি বোধ করি এই যে, তারা সবাই দেশের সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবেন। একই সাথে সেসব সমাধানের পথও খুঁজে বেড়ান। গুণীজনদের পথনির্দেশনার এক পর্যায়ে এসব সমস্যার কবল থেকে জনতা রেহাই পায়। ফলে তাদের প্রতি জনতার শ্রদ্ধার মাত্রাও যায় বেড়ে – কিন্তু চটজলদি কোন সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে যখন কোন অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিংবা জটিল পথনির্দেশনা বেরিয়ে আসে, বিপত্তিটা হয় ঠিক তখনই। সাধারণ মানুষ তখন নীতিনির্ধারক গুণীজন আর বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আস্থার অভাব বোধ করতে শুরু করে। গত ১৩-১০-৯৬ তারিখে 'বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর নেতৃবৃন্দ মাননীয় রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সেই সময় তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচিত হয়; কিন্তু তার পরের দিন অর্থাৎ ১৪-১০-৯৬ তারিখে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এমনভাবে সে খবরটি প্রকাশিত হয়, যাতে করে পুরো বিষয়টি নিয়ে একটি হৈচৈ কান্ড তৈরি হয়ে যায়। 'বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর নেতৃবৃন্দ অবশ্য বলেছেন, এমনতর খবর তারা শুধু পত্রিকার মাধ্যমেই জানতে পেরেছেন। রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনাকালে বিষয়টি নাকি এভাবে আলোচিত হয়নি। বাম ফ্রন্টেরই অপর এক নেতা আবার বলেছেন, বঙ্গভবন থেকে প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে যেভাবে বক্তব্যটি এসেছে তা সঠিক নয়। রাষ্ট্রপতি যদি বিষয়টির প্রতিবাদ না করেন, তাহলে বুঝতে হবে রাষ্ট্রপতি নিজেও এ ধরনের মত পোষণ করেন। বিষয়টা হলো 'ছাত্র রাজনীতি'। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে, শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সাময়িকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার যে আহ্বান মাননীয় রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে রাখেন বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাকে ঘিরেই উল্লিখিত ভূমিকার অবতারণা।

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে এ ধরনের আলোচনা-সমালোচনা নতুন কিছু নয়। সামরিক স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারও একসময় ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। এক সাথে তার ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। বিভিন্ন সময় ঘুরে-ফিরে এরকম বহু আলোচনা আমাদের মাঝে এসেছে। আর তার কারণ হলো ছাত্র রাজনীতিকে ঘিরে কিছু অবৈধ কার্যকলাপ, যা এতকাল নিরাপদ আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে আসছে। 'সন্ত্রাস' নামের ঘৃণ্য সামাজিক ব্যাধিটি যার অন্যতম। আর এই সন্ত্রাসেরই উপজাত হিসেবে শিক্ষাঙ্গনে রক্তের হোলি খেলা, সেশনজট, সিট দখল, শিক্ষক অপমানসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটে আসছে। সন্তানের নিরাপত্তা ও তার শিক্ষাজীবন নিয়ে অভিভাবকরা তাই বারবার উদ্বিগ্ন থেকেছেন। ফলে ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকেই দেশের গুণীজনরা এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছেন, উদ্যোগও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সমাধানের পদ্ধতিগুলো হয়েছে এমনই অসঙ্গতিপূর্ণ ও জটিল, যার ফলে সমস্যার সমাধান তো হয়ইনি, বরং গুণী ব্যক্তিদের আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, সন্ত্রাসই যদি ছাত্র রাজনীতির প্রধানতম ক্ষতিকারক দিক হয় তাহলে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, কেন সন্ত্রাস টিকে আছে? এর জবাবে অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মূল দলের সাথে ছাত্র সংগঠনের সরাসরি যুক্ত থাকা এবং মূল দলের নেতাদের মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনে অবস্থানকারী সন্ত্রাসীদেরকে নামে-বেনামে আশ্রয়-প্রশ্রয় দানের মধ্য দিয়েই ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাস টিকে আছে। আসলে 'সন্ত্রাস' নামের এ বিষবৃক্ষটি শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্র রাজনীতি হতে বিমুক্ত করতে যেটি দরকার, সেটি হলো দেশের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আন্তরিক সদিচ্ছা। আজকে আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে এ বিষয়টিরই বড় অভাব। সন্ত্রাসের মূল কারণগুলোকে শনাক্ত না করে এবং সেগুলোকে দূর করার সিদ্ধান্ত না নিয়ে পুরো ছাত্র রাজনীতিকেই বন্ধ করে দেয়ার যে বক্তব্যটি প্রচারিত হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এ যেন মাথাব্যথা দূর করার জন্যে পুরো মাথাটাই কেটে ফেলার নামান্তর; যা কিনা রীতিমত হাস্যকরও বটে। ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক প্রবণতাগুলোকে বেশি বেশি করে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করে ছাত্র রাজনীতির মৌলিক অংশ তথা ছাত্র আন্দোলনের গৌরবগাথাকে যেভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে, তা খুবই দুঃখজনক। সভা-সেমিনারে অনেক গুণীজনই আলোচনা প্রসঙ্গে '৫২, '৬২, '৬৪, '৬৯, '৭১, '৮৪, '৯০-এর ছাত্র আন্দোলন নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু 'সন্ত্রাস' প্রসঙ্গ এলেই বলেন, ছাত্র রাজনীতিই সন্ত্রাসের আসল কারণ।

আজ যদি আমরা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকেও ছাত্র রাজনীতিকে দেখি, কিংবা যদি এমনভাবে বলি যে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার ১০টি কারণ কি কি? তাহলে সন্ত্রাস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া এ দু'টি কারণ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য কারণই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এছাড়া বাদবাকি যত কারণই দেখানো হোক না কেন সেগুলোও উল্লিখিত দু'টি প্রধান কারণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। বরং যেকোন সুস্থ, বিবেকবান, রাজনীতিসচেতন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন, উপরোল্লিখিত কোন কারণই 'ছাত্র রাজনীতির' উপাদান নয়। এক শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থবাদী মহল এসব নেতিবাচক প্রবণতাকে খুব সুকৌশলে 'ছাত্র রাজনীতিতে' সংক্রমিত করেছে। সকলেরই উচিত হবে ছাত্র রাজনীতিকে এসব প্রবণতার ঊর্ধ্বে তুলে রাখা; কিন্তু তা না করে যদি এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "সমাজে যেহেতু সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটছে এবং এজন্য জাতীয় রাজনীতিও অনেকাংশে দায়ী, সেহেতু সমাজে কিছুকালের জন্য জাতীয় রাজনীতিও বন্ধ রাখা হোক।" অথবা যদি বলা হয়, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যেহেতু VIOLENCE আর SEX-এর ছড়াছড়ি, সুতরাং কিছুকালের জন্য চলচ্চিত্রশিল্প এবং প্রেক্ষাগৃহগুলো বন্ধ রাখা হোক। তাহলে ব্যাপারটা কেমন শোনাবে? অবশ্য সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য এধরনের বক্তব্য সহজেই দেয়া যায়। সন্ত্রাসের নেপথ্য নায়ক যদি রাজনীতি হয়ে থাকে আর সেটা ছাত্র রাজনীতিতেই হোক বা জাতীয় রাজনীতিতেই হোক, সন্ত্রাস নির্মূলের উদ্দেশ্যে জনতা কি মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে শিক্ষাঙ্গন ও জাতীয় পরিসর থেকে সাময়িকভাবে রাজনীতি বন্ধ রাখার ঘোষণা অচিরেই শুনতে পাবে? আমার বিশ্বাস সে ঘোষণা দেয়ার মত মনের জোর রাষ্ট্রপতির আছে। কিন্তু সে ঘোষণা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে, তাই বিবেচনার বিষয়। মাননীয় রাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে জনগণ সবসময়ই জনগুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত আশা করে, যা সব সময়ই যুক্তিতর্কের মাপকাঠিতে অকাট্য। এক্ষেত্রে কেন তার ব্যতিক্রম হলো সেটা বোধগম্য নয়।

সচেতন, আধুনিক ও ইতিবাচক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায়, ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে অগ্রসর ও প্রগতিশীল ছাত্রদের 'বিকল্প বিদ্যায়তন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ছাত্র রাজনীতির মঞ্চে ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান করেই সমমনা ও বৈচিত্র্যপিয়াসী ছাত্ররা বহু মত ও দর্শনের চর্চা করে থাকে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃজনশীল ধারায়। আর সেজন্যই যদি প্রশ্ন করা হয়, 'ছাত্র রাজনীতির পক্ষে ১০টি যুক্তি কি কি?' তাহলে খুব সহজেই বলা যায় ১· আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, ২· জনগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারে ভূমিকা রাখা, ৩· দেশ ও জাতির দুর্যোগ মুহূর্তে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করা, ৪· জাতীয় উৎপাদন পদ্ধতিতে অবদান রাখা, ৫· দেশের সমগ্র ছাত্রসমাজকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ করা, ৬· প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা, ৭· সৎ, ত্যাগী ও দেশপ্রেমমূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করা, ৮· বহুমত ধারণ, সহনশীলতা ও সমঝোতার চর্চা, ৯· আগামীদিনের যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং (১০) আন্তর্জাতিক ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়া। এসবই ছাত্র রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষায়তনের সীমিত গন্ডির মধ্যে অনেকাংশেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এই অনিবার্য শূন্যতা থেকেই এক ধরনের 'বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা' বা Intellectual Demand সৃষ্টি হয়েছে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্যই ছাত্র রাজনীতির জন্ম। সেজন্যেই যেকোন সচেতন, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির উচিত এই Neo Intellectual Front কে (অর্থাৎ যাকে আমি ছাত্র রাজনীতি বলছি তাকে) সমৃদ্ধ ও কলুষমুক্ত করা। সারা পৃথিবীর ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাভাবিকভাবেই 'ছাত্র রাজনীতি' জাতীয় রাজনীতিতে নাক গলানোর মানসিকতার বিরোধী। কিন্তু বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশে ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মৌলিক চাহিদাগুলোর মীমাংসা না হওয়ায় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা ও সিদ্ধান্তহীনতা ছাত্রদেরকে রাজপথে টেনে আনতে বাধ্য করেছে। ফলে ছাত্ররা জাতীয় ও সমাজজীবনের জঞ্জাল অনেকাংশে দূর করতে পেরেছে ঠিকই; কিন্তু জাতীয় কর্তব্যশেষে শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যাবার সময় সমাজ ও জাতীয় জীবনের কিছুটা জঞ্জাল নিজেদের সাথে করে নিয়ে গেছে, যার অধিকাংশই ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া।

আজ যেসব ছাত্র বন্ধু যুক্তিহীনভাবে নিতান্তই আবেগবশে কিংবা মাননীয় রাষ্ট্রপতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থেকে তার বক্তব্যের সমর্থনে মিছিল-সমাবেশ করছেন, কিংবা পত্রিকায় লেখালেখি করছেন, তাদের অধিকাংশই প্রকৃত মূলধারার ইতিবাচক ছাত্র রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের অধিকাংশই জানেন না, তারা তাদের ফসিলের ওপরই উল্লাস করছেন। তারা হয়তো-বা জানেন না '৬২-র শিক্ষা আন্দোলনে শহীদ ওয়াজিউল্লাহ, বাবুল আর মোস্তফার কথা, শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিশ্বছাত্র যুব আন্দোলনের কথা। তারুণ্যের স্বাভাবিক ধর্ম প্রতিবাদ করা, অন্যায়কে সহ্য না করা। তারুণ্য সব সময়ই জ্ঞান ও সত্যের অভিমুখে ধাবিত হয়। ছাত্র রাজনীতি এই বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে। সেজন্যই ছাত্ররাজনীতি তরুণদের এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বটে। ছাত্র রাজনীতি তাই অনেক সময় পুরোনো আচার-সংস্কৃতিকে ভেঙে নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে, যার বহু উদাহরণ বর্তমান দুনিয়ায় রয়েছে। চক্রান্তকারীরা তাই এই তারুণ্যের কণ্ঠরোধ করতে সদা তৎপর। ছাত্র রাজনীতিকে জনসমক্ষে হেয়প্রতিপন্ন করা, কলুষিত করা এবং অকার্যকর প্রমাণিত করার জন্য দেশে-বিদেশে অনেক চক্রান্ত হয়েছে। সাময়িকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের যে আলোচনা বর্তমানে উঠেছে তা এর থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্রদের তাই এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সকলেরই উচিত হবে, আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার 'বিকল্প পাঠশালা' ছাত্র রাজনীতি ও স্বাধীন ছাত্র গণসংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। ছাত্র আন্দোলনকে শিক্ষামুখীন ও ছাত্র সমস্যামুখীন করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই এ কাজটির সাথর্ক বাস্তবায়ন হবে।

[হাসান তারিক চৌধুরী সোহেলঃ শিক্ষার্থী সিটি ল' কলেজ, ঢাকা]